কালিগ্রামের গল্প

-কামরুন নাহার*

alorkona@yahoo.com

নওগাঁর মান্দা উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ১০ নং নুরুলাবাদ ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম কালিগ্রাম। আর পাঁচটা গ্রামের মতোই ধান-শালিকের ক্ষেত, ছোটোবেলায় খেলতে খেলতে হারিয়ে যাওয়ার মস্ত বাগান, স্মৃতি-বিজড়িত ঝুড়িনামা বুড়ো অথচ চিরতরুণ বটগাছ, বিশাল নিমগাছের বাতাসে উড়ু উড়ু ঝিলমিলে পাতা, মজা পুকুরে ঠোঁট ভিজিয়ে হাঁসদের জলকেলি, আর স্বচ্ছ বিলের জলে নীল আকাশের আত্মসমর্পণ। তারপরও সে যেন আর সবার থেকে একটু ভিন্ন। প্রত্যেক মানুষ যেমন আর সব মানুষের মতো হয়েও অন্য আর এক মানুষ।

ছোটোবেলায় তেপান্তরের মাঠের গল্প পড়তে পড়তে মন কেমন উদাস হয়ে যেতো। বড় হয়ে চেনা শহরের আর কোথাও সেই মাঠের খোঁজ পেলাম না। কালিগ্রামে এসে আবার বিভুতিভূষণের অপু হয়ে গেলাম।

অধিকাংশ বাড়ির চেহারার মধ্যে অদ্ভুত মিল। যমজ ভাইবোনদের মধ্যে যেমন থাকে। বিশাল উঠোন। একপাশে রান্নাঘর। অন্য পাশে লম্বা টানা-বারান্দা। বারান্দার একপাশে সার বেঁধে শোবার ঘর। মাটির সিঁড়ি কোনো এক গোপন ঘরের ভেতর থেকে সর্পিল গতিতে এঁকেবেঁকে উঠে গেছে দোতলায়। এমনকি কারো কারো তিনতলায়। পলকা ঝুল-বারান্দার চারপাশে নামমাত্র বাঁশ বা কাঠের বেড়া। কারো কারো দোতলায় কোনো মানুষজন থাকে না। জৈষ্ঠ্যের খাঁ খাঁ রোদে যখন বাইরের পথঘাট পুড়ে যাচ্ছে, তখন এসব হিম হিম ঠাণ্ডা মাটির ঘরে নিজেকে হঠাৎ একা আবিষ্কার করে ফেললে গা ছমছম করে ওঠে। মনে হয়, কে যেন পেছন পেছন হাঁটছে। তাকে দেখা যায় না, ছোঁয়াও যায় না। হঠাৎ ফ্যাসফেসে কর্কশ গলায় বলে উঠবে, তুঁই কেঁ রেঁ?

ষোলো জনের একটি গবেষক দল নিয়ে আমরা এ গ্রামে এসেছি। গবেষণার মূল বিষয়- এ অঞ্চলের লোকজন কতটুকু স্বাস্থ্য সচেতন, সেটা জানা। প্রাক্তন ডাক ও টেলিযোগাযোগ উপ-সচিব এবিএম খোরশেদ আলম ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি এ গ্রামে। তার বাড়িতে চলছে মহা-আয়োজন। আমাদের দফায় দফায় আপ্যায়ন। নাস্তাই কয়েকবার, কয়েক রকম।

খাড়া রোদের ভেতর এ-বাড়ি ও-বাড়ি, এ পথ সে পথ ঘুরে ঘুরে আমরা তৃষ্ণার্ত চাতক হয়ে ফিরি। বড় পুকুরের ধারে আমগাছতলায় বসে বসে যখন জিভ ঝুলিয়ে হাঁসফাঁস করি, বাড়ির ভেতর থেকে আসে ঠাণ্ডা শরবত অথবা গলা ভেজানো টকটকে তরমুজ।

পথে পথে ঘুরে হঠাৎ একটা কালি-মন্দির আবিষ্কার করে ফেলি। পা টিপে টিপে ভেতরে গিয়ে দেখি, লাল জিভ ঝুলিয়ে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে কালিমাতা। তার গলায় ঝুলছে অনেকগুলো কাটা মুণ্ডুগাঁথা মালা। পায়ের নিচে শিব। মন্দিরের ভেতরের পরিবেশটাই এমন গুরুগম্ভীর, কথা বলতে গেলেও বুক ধড়ফড় করে ওঠে। কালিমাতার সামনে উপবিষ্ট ঠাকুরকে দুর্বল কণ্ঠে ডাকি, ‘কাকা? একটু কথা বলবেন?’ কাকা সম্বোধনে ঠাকুরের মন গলেও গলে না। ভ্রু কুঞ্চিত করে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলে, ‘কি কথা?’ আমি হড়বড় হড়বড় করে বলি, ‘আপনার পায়খানা কি পাকা, না কাঁচা? পায়খানার গু কোথায় গিয়ে পড়ে? বাড়ির কাছে, না দূরে? এই পায়খানাকে আপনি কি স্বাস্থ্যসম্মত বলে মনে করেন?’ ঠাকুর এবার একটু ফিক করে হেসে দেয়।

অনেক পুকুরের জল গাঢ় সবুজ হতে হতে বিষাদ-কালো হতে শূরু করেছে। অনেকেই পুকুরে মাছ চাষ করে। কিন্তু পুকুরে কাপড় কাচা, হাঁড়ি-পাতিল ধোয়ার বহুযুগের পূর্বপুরুষের পুরনো অভ্যাস অনেকেই ত্যাগ করতে পারেনি । কাকচক্ষুর মতো টলটলে জলের বিশাল দিঘি ধীরে ধীরে ম্লান হতে শুরু করেছে। দিঘির পাড় ঘেঁষে গড়ে উঠেছে বহিরাগত নিম্নশ্রেণির আয়ের মানুষদের উঠতি বস্তি। মানুষ যে চিরকাল জলের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে, এটাই বোধহয় তার যথার্থ প্রমাণ।

অধিকাংশ বাড়ির চারপাশে, বারান্দায়, উঠোনে এমনকি রান্নাঘরে পর্যন্ত খড় ছড়ানো। প্রত্যেক বাড়ির সামনে বা পাশে একটা গর্ত। তার ভেতর গরু-ছাগলের নিত্যদিনের বর্জ্য। সেগুলো পচে সার বা পাঁউস হয়, তখন তা জমিতে দেয়া হয়। এই স্তূপীকৃত বর্জ্যের অদ্ভুত নাম আছে এখানে- ‘পাঁউস পালা’।

আছে হিন্দুপাড়া, সাঁওতাল পাড়া, খ্রিস্টান পাড়া। খ্রিস্টানরা আর কেউ নয়, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর এক ধর্মান্তরিত অংশ। মেয়েরা চমৎকার গান গায়। ছেলেরা ছোটোবেলা থেকে

তীরধনুক চালনা শেখে। এক একজন এত দক্ষ যে, শুয়ে থেকেও শত্রুকে লক্ষ্য করে তীর মেরে ঘায়েল করে দিতে পারে।

একসময় মাথায় অনেকগুলো কলস নিয়ে শৈল্পিক ভঙ্গিতে হেলেদুলে আদি সাঁওতাল মেয়েরা আসত গণকলে জল নিতে। আজকাল আর তাদের খুব একটা দেখা যায় না। অনেকেই বাড়িঘর ভেঙ্গে কোথায় যেন চলে গেছে কাজের সন্ধানে। আছে গুটি কয়েক ঘর। তাদের অবস্থাও করুণ। অন্যের মাঠে কাজ করে।

গ্রামের মানুষগুলো এখনো রোবট হয়ে যায় নি । 'এই যে ভাই, আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি?' বললেই তারা পাশে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে । ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলছে। সবুজের কাছাকাছি থাকলে মানুষের ভেতরও অনেকদিন পর্যন্ত সবুজ থাকে হয়তো।

অনেক লোকজনের সঙ্গে দেখা হলো। আমি ভাবছি, এদের সঙ্গে হয়তো আর কখনো দেখা হবে না। কিছু মানুষের সাথে দেখা হয় বারবার। পৃথিবীটা গোল বলে নয়, তারা কাছাকাছি থাকে বলে। কিছু মানুষের সাথে জীবনে দেখা হয় একবার। মৃত্যুর আগে আর কখনো নয়, মৃত্যুর পরে হয় কিনা জানা নেই। কিছু মানুষের সাথে জীবনে কোনোদিন দেখা হয় না। পৃথিবীর কত মুখ অদেখার ভুবনে রয়ে যায় চিরকাল।

(২০০৫ সালের ১১ জুনে আইবিএস-এর একটি গবেষক দলের সাথে লেখক 'গ্রামাঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্য-সচেতনতা' বিষয়ে জরিপ পরিচালনার উদ্দেশ্যে কালিগ্রামে যান।)

* কামরুন নাহার বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত 'ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ' (আইবিএস)- এ 'রাজনৈতিক সহিংসতা' বিষয়ে গবেষণায় রত ।